দৈনিক জনকণ্ঠ

121

তারিখ 29 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উত্তরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

গত বছর ১৫ লাখ শিশু স্কুলে যায়নি

নাটোর থেকে এস এম বাবু॥ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৯৯৩ সালে পনের লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল এবং শিক্ষা বিভাগের আড়াই সহস্রাধিক পদ এখনও শূন্য রয়েছে। এছাড়া ২৩ হাজার ৪শ' ৯৪টি গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই ১১ হাজার ৩শ' ৬৫টি গ্রামে।

সরকারি হিসাবে জেলাগুলোয় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণোপযোগী বালক-বালিকার সংখ্যা ৪২ লাখ ৩১ হাজার। এদের মধ্যে ২২ লাখ ৫৯ হাজার বালক ও ১৯ লাখ ৭২ হাজার বালিক। মোট বালক/বালিকার মধ্যে বছরের শুরুতে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ৩৩ লাখ ৩৭ হাজার জন। কিন্তু পারিবারিক দৈন্যে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে স্বাভাবিক পাঠদান ব্যাহত, স্কুলগুলোতে স্থানাভাব ও অন্যান্য কারণে স্কুল ত্যাগ অর্থাৎ ঝড়ে পরেছে বা ড্রপ আউট হয়েছে মোট ভর্তির প্রায় ২৫ ভাগ ছেলেমেয়ে ইউনিসেফের মতে, এই ঝড়ে পড়া বা ড্রপ আউটের ঘটনা মেয়েদের বেলাতেই ঘটছে বেশি। ফলে বছরের শেষে নিবন্ধীকৃত স্কুলগুলোতে টিকেছিলো ২৬/২৭ লাখ শিক্ষার্থী।

এসময়ে বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে ৬-১০ বছরের প্রায় লাখ খানেক ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো পায়। এ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, উত্তরাঞ্চলের ১৫ লাখেরও বেশি শিশু গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল।

অপর দিকে এতদঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৭শ' ৬১টি প্রধান শিক্ষক ও ১ হাজার ৫শ' ৫১টি সহকারী শিক্ষকসহ মোট ২ হাজার ৬শ' ৩৩টি পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন। সূত্র মতে, ২শ' ২৪টি থানা শিক্ষা অফিসার পদের ৩১টি, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারের ৫শ' ২৫টি পদের মধ্যে ৯০টি, বিভাগের বিভিন্ন দফতরে ৩০ টি উচ্চমান সহকারী পদ শূন্য রয়েছে। ষোলটি জেলার ১৬টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই)-এ ১৬ জন সুপারের পদ থাকলেও স্বপদে কর্মরত আছেন মাত্র ৫ জন বাকি ১১টি পদই দীর্ঘদিন যাবত শূন্য। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে উত্তরের জেলাগুলোয় এসব গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন যাবত শূন্য থাকার কারণে 'সবার জন্য শিক্ষা' ও 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিমত ব্যক্ত করেছে।